পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

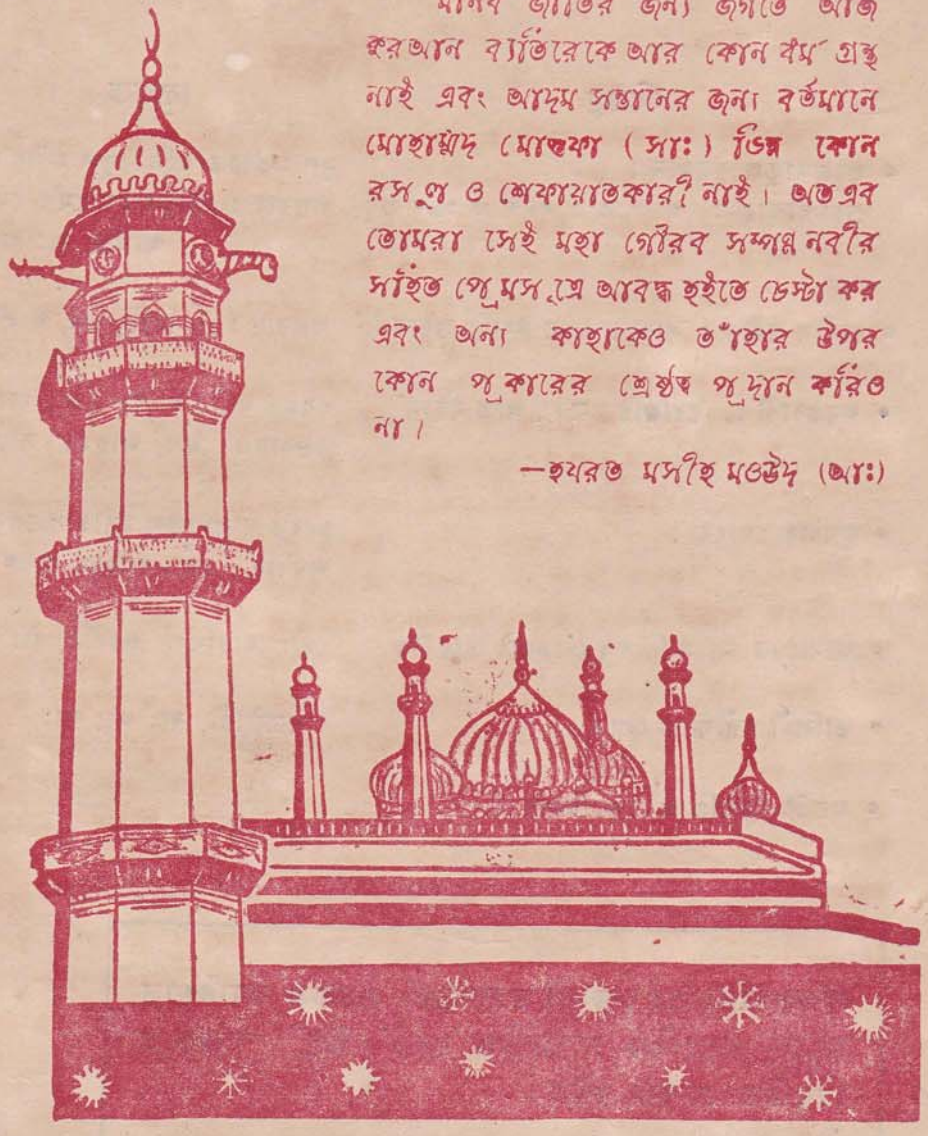

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদকঃ— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৫শ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

১৫ই আষাঢ় ১৩৮৮ বাংলা : ৩০শে জুন ১৯৮১ ইং : ২৭শে শাবান, ১৪০১ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫·· টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ৩০শে জুন ১৯৮১ ইং | ৩৫শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা বাকারা : (৩য় পারা : ৩৮শ ও ৩৯শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
* হাদীস শরীফ : 'সাহাবাগণের উৎকৃষ্ট গুণাবলী'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃতবাণী : 'রোজার কল্যাণ অতি মহান'	হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
* জুময়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সদেক মাহমুদ	৭
* জামাতের নামে বিশেষ দোওয়ার তাহরীক	মৌঃ মোহাম্মাদ আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১৪
* তালিমী পরীক্ষার এলান	সেক্রেটারী, বাঃ আঃ আঃ	১৫
* জরুরী বিজ্ঞপ্তি ও শুভ বিবাহ		১৬

আহমদীয়াতের রুহানী ও দায়েমী মরকজ কাদিয়ান হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'বদর' (উর্দু) পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক হউন।

পাক্ষিক 'আহমদী' নিজে পড়ুন ও অপরকে পড়তে দিন এবং বকেয়া চাঁদা সত্বর পরিশোধ করুন।

بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده ونصلي على رسوله الكريم   وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৫শ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

১৫ই আষাঢ়, ১৩৮৮ বাংলা : ৩০শে জুন ১৯৮১ ইং : ৩০শে ইহসান, ১৩৬০ হিঃ শামসী

সুরা বাকারা

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ২৮৭ আয়াত ও ৪০ রুকু আছে।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৮)

তৃতীয় পারা

২৭৫। ইহারা নিজেদের মাল দিবারাত্রি গোপনে ও প্রকাশ্যে (আল্লাহ্র পথে) খরচ করে, তাহাদের জন্য তাহাদের রবের নিকট তাহাদের পুরস্কার (সংরক্ষিত) আছে, এবং তাহাদের কোন ভয় থাকিবে না এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

৩৮তম রুকু

২৭৬। যাহারা সুদ খায় তাহারা ঠিক ঐভাবে দাঁড়ায় যেভাবে ঐ ব্যক্তি দাঁড়ায় যাহাকে শয়তান (অর্থাৎ উন্মাদ রোগ) আক্রমন করিয়া উদভ্রান্ত করে ; এই অবস্থা এই কারণেই হয় যে, তাহারা বলে, (ক্রয়)-বিক্রয়ও তো সুদের মত ; অথচ আল্লাহ্ (ক্রয়-) বিক্রয়কে হালাল করিয়াছেন এবং সুদকে হারাম করিয়াছেন ; অতএব (স্মরণ রাখিও যে) যাহার নিকট তাহার রবের পক্ষ হইতে কোন উপদেশ আসিয়াছে এবং সে (উহা শুনিয়া আদেশ-লঙ্ঘন হইতে) বিরত থাকে, তাহা হইলে সে অতীতে যাহা (লেন-দেন) করিয়াছে উহার লাভ তাহারই ; এবং তাহার ব্যাপার আল্লাহ্র হাওয়ালায় ; এবং যাহারা পুনরায় (সেই কাজ) করে তাহারা নিশ্চয় অগ্নিবাসী হইবে, তাহারা উহার মধ্যে দীর্ঘকাল থাকিবে।

২৭৭। আল্লাহ্ সুদকে বিলুপ্ত করিবেন এবং দানকে বৃদ্ধি করিবেন এবং আল্লাহ্ কোন কঠোর অস্বীকারকারী (এবং) মহাপাপীকে ভাল বাসেন না।

২৭৮। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে এবং নেক ও সময় উপযোগী কাজ করে এবং নামাযকে কায়েম রাখে এবং যাকাতও দেয় তাহাদের জন্য তাহাদের রবের নিকট পুরস্কার (সংরক্ষিত) আছে, এবং তাহাদের জন্য কোন প্রকার ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

২৭৯। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং যদি তোমরা মোমেন হও তাহা হইলে সুদের বাকি পাওনা ছাড়িয়া দাও।

২৮০। এবং যদি তোমরা ইহা না কর, তাহা হইলে আল্লাহ্ এবং রসুলের পক্ষ হইতে (ভাবী) যুদ্ধের সম্বন্ধে নিশ্চিত হও ; এবং যদি তোমরা তওবা কর তাহা হইলে (ইহাতে এমন কোন ক্ষতি নাই, কারণ) তোমাদের জন্য তোমাদের মূলধন (উসুল করা বৈধ) আছে ; (এইরূপ ক্ষেত্রে কাহারও উপর) তোমরা অত্যাচার করিবে না, অথবা (কাহারও দ্বারা) তোমরা অত্যাচারিতও হইবে না।

২৮১। এবং যদি কোন (ঋণী) ব্যক্তি দুর্দশা গ্রস্ত (হইয়া হাজির) হয় তাহা হইলে (তাহাকে) সচ্ছলতা (লাভ করা) পর্যন্ত অবকাশ দিতে হইবে; এবং তোমরা যদি জ্ঞানী হও, তাহা হইলে (ঐ ব্যক্তিকে মূলধনও) সদকা (রূপে দান) করা তোমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা উত্তম (কাজ)।

২৮২। এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরাইয়া আনা হইবে; অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে যাহা সে অর্জন করিয়াছে তাহার (ফল) পূর্ণরূপে দেওয়া হইবে এবং তাহাদের প্রতি কোন জুলুম করা হইবে না।

৩৯ রুকু

২৮৩। হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা একে অপরের নিকট হইতে কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ গ্রহণ কর, তখন তোমরা উহা লিখিয়া লও, এবং কোন লিখক তোমাদের মধ্যে (স্বীকৃত চুক্তিটি) যেন ন্যায়সংগত ভাবে লিখে, এবং কোন লিখক যেন লিখিতে অস্বীকার না করে, কারণ আল্লাহ্ তাহাকে (লিখিতে) শিখাইয়াছেন অতএব সে যেন অবশ্যই লিখে; এবং যাহার উপর (ঋণ শোধের) দায়িত্ব, সেই মযমুন লিখাইবে এবং সে যেন (লিখাইবার সময়) আল্লাহ্‌কে ভয় করে যিনি তাহার রব, এবং উহার মধ্যে যেন (কিছুমাত্র) কম না করে, কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা স্বয়ং লিখাইতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে (তাহার পরিবর্তে) যেন তাহার অভিভাবক ন্যায়সংগত ভাবে (মযমুন) লিখায় এবং দলিল লিখানোর সময়) তোমাদের পুরুষদের মধ্য হইতে দুইজনকে সাক্ষী রাখ, কিন্তু যদি দুইজন পুরুষ (সাক্ষী) না জুটে, তাহা হইলে দর্শকগণের মধ্য হইতে যাহাদিগকে তোমরা পছন্দ কর একজন পুরুষ এবং দুইজন স্ত্রীলোক (সাক্ষী হইবে), এই জন্য যে দুইজন স্ত্রীলোকের মধ্যে যদি একজন ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে অপর জন তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবে, এবং সাক্ষীগণকে যখন ডাকা হয় তখন তাহারা যেন অস্বীকার না করে, এবং লেনদেন ছোট হউক বা বড় হউক তোমরা উহাকে মেয়াদসহ লিখিতে অবহেলা করিওনা; ইহা আল্লাহ্‌র নিকট ন্যায্যতর এবং প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর এবং নিকটতর (ব্যবস্থা) যাহাতে তোমরা সন্দেহে না পড় (সুতরাং লেনদেনের লেখা পড়া হওয়া জরুরী) তবে যদি হাতে হাতে কারবার হয় যাহাতে তোমরা পরস্পর (মাল ও মূল্যের) বিনিময় (করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বেচাকেনা শেষ) কর, এইরূপ ক্ষেত্রে ইহার (অর্থাৎ এই লেনদেনের) কোন লেখা-পড়া না করিলে তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না; এবং যখন তোমরা পরস্পরের মধ্যে বেচা-কেনা কর, তখন সাক্ষী রাখিও, এবং (ইহা স্মরণ রাখিও যে) লেখক ও সাক্ষী কাহাকেও যেন ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয় এবং যদি তোমরা (ইহা) কর, তাহা হইলে (ইহা) তোমাদের অবাধ্যতার (লক্ষণ) হইবে, এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর; (ইহা করিলে) তিনি তোমাদিগকে জ্ঞান দিবেন এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সবিশেষ অবগত।

২৮৪। এবং যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও তাহা হইলে (লেখার পরিবর্তে) দখল সহ কোন বন্ধক (বিধেয়); এবং তোমাদের মধ্যে যদি কেহ অন্যের নিকট কিছু আমানত রাখে তাহা হইলে যাহার নিকট আমানত রাখা হইয়াছিল সে যেন তাহাদের আমানাত চাহিবা মাত্র ফিরাইয়া দেয় এবং আপন প্রতিপালনকারী আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং তোমরা (কখনও) সাক্ষ্য গোপন করিও না; এবং যে কেহ উহা গোপন করে নিশ্চয় সে এমন (ব্যক্তি) যাহার অন্তর পাপী, এবং (স্মরণ রাখিও) তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্ তাহা ভাল জানেন।

ক্রমশঃ

হাদিস শরীফ

সাহাবাগণের উৎকৃষ্ট গুণাবলী, আউলিয়াগণের কিরামত এবং বিবিধ হাদিস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৬০৬। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একবার আমাকে রমযানের যাকাত অর্থাৎ সাদকাতুল ফেতরা বাবদ যে শস্য আসিয়াছিল, তাহা সংরক্ষনার্থ প্রহরী নিযুক্ত ফরমাইলেন। আমি রাত্রিতে প্রহরা দিতেছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া শস্য হইতে ঝোলা ভরিতে লাগিল। আমি তাহাকে ধরিলাম এবং বলিলাম: 'আমি তোমাকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট নিয়া যাইব।' সে বলিল: 'আমি অভাব গ্রস্ত পোষ অনেক। অভাবের তাড়নায় বাধ্য হইয়া আসিয়াছি। আমাকে যাইতে দাও'। তাহার হায়-হুতাস ও কান্না-কাটায় দয়াদ্র হইয়া আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। সকাল যখন আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি (সা:) ফরমাইলেন: 'আবু হুরাইরাহ! 'রাত্রির কয়েদীর কি করিলেন?' আমি নিবেদন করিলাম: 'ইয়া রসুলুল্লাহ, সে অভাবগ্রস্ত ও ভারী পরিজন সম্পন্ন হওয়ার আপত্তি করিয়াছিল। সেজন্য তাহার প্রতি আমার দয়া জন্মিল। তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি'। তিনি (সা:) ফরমাইলেন: 'সে তোমার নিকট মিথ্যা কথা বলিয়া গিয়াছে। আবার আসিবে'। আমি নিশ্চিত প্রত্যয় করিলাম যে, তাঁহার (সা:) বলানুসারে সে জরুর পুনরায় আসিবে। আমি লক্ষ্য রখিলাম। পর রাত্রি যখন সে আসিয়া শস্য গোটাইতে লাগিল, আমি তাহাকে ধৃত করিলাম। সে বলিল: 'এবার আমাকে যাইতে দাও। পরিবার-পরিজনের দুরাবস্থা দেখিয়া অসহ্য বোধ হইতেছি। সেজন্য আসিয়াছিলাম। ভবিষ্যতে কখনো আসিব না।' আমার আবারও দয়া বোধ হইল। আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। অতঃপর, যখন আমি তাঁহার (সা:) খেদমতে হাজির হইলাম, তখন তিনি (সা:) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাত্রির কয়েদীর কি করিলেন'? আমি নিবেদন করিলাম: 'ক্ষুধা ও সন্তানের দুরাবস্থা নিয়া সে এরূপ কান্নাকাটা আরম্ভ করিল এবং অঙ্গীকার করিল যে ভবিষ্যতে সে আর আসিবে না। ইহাতে আমার দয়া জন্মিল। তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম'। তিনি (সা:) ফরমাইলেন: 'সে মিথ্যা কথা বলিয়াছে। আবার আসিবে।' অতঃপর, তৃতীয় বার যখন সে আসিল, আমি ত তাহার সন্ধানে ছিলাম। সে শস্য গোটাইতে আরম্ভ করা মাত্র তাহাকে ধরিলাম এবং বলিলাম: 'এখন আমি ত তোমাকে আঁ-হযরত

সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে নিশ্চয় উপস্থিত করিব। এই যে তৃতীয় বার। তুমি প্রত্যেক সময়েই বল যে, ভবিষ্যতে আসিবে না। কিন্তু আবার উপস্থিত হও।' সে বলিল: 'আমাকে ছাড়। আমি তোমাকে এমন পবিত্র বাক্য শিখাইতেছি, যদ্দারা তোমার অনেক উপকার হইবে।' আমি বলিলাম: 'সেই বাক্যগুলি কি?' সে প্রত্যুত্তর করিল: যখন তুমি বিছনায় শয়ন করিতে যাও, তখন আয়াতুল কুরসি 'আল্লাহু লাইলাহা ইল্লা হুয়া' পাঠ করিবে। এতদবস্থায় আল্লাহ্তায়ালার তরফ হইতে তোমার জন্য এক হিফাজতকারী নিযুক্ত হইবে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসিতে পারিবে না।' তাহার এই কথা পছন্দ হইল। আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। সকালে যখন আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হইলাম, তখন হুজুর (সাঃ) আগেকার মত রাত্রির কয়েদীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি নিবেদন করিলাম: সে বলিয়াছিল যে, সে আমাকে এমন পবিত্র বাক্য শিখাইবে যে, তদ্বারা আমি বহু উপকৃত হইব'। হুজুর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন: 'সেই বাক্যগুলি কি?' আমি বলিলাম: 'সে বলিয়াছিল: তুমি শয়নের পূর্বে আয়াতুল-কুরসি পাঠ করিবে'। সে ইহাও বলিয়াছিল: 'যদি তুমি এই আয়াত পাঠ কর, তবে আল্লাহ্র তরফ হইতে তোমার জন্য হিফাজতকারী নিযুক্ত হইবে এবং সকাল পর্যন্ত তোমার নিকট শয়তানকে উপস্থিত হইতে দিবে না'। ইহাতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লাম ফরমাইলেন: 'এই কথা সে সত্য বলিয়াছে। তবু সে অন্য সব কথা ভীষণ মিথ্যা বলিয়াছে। সে ঘোর মিথ্যাবাদী, কাজ্জাব। আবু হুরাইরাহ, তুমি কি জান, যাহার সঙ্গে তুমি তিন রাত্রি কথা কহিয়াছিলে, সে কে ছিল?' আমি নিবেদন করিলাম 'আমি তাহাকে জানি না।' তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ফরমাইলেন: "প্রকৃতপক্ষে, সে ছিল শয়তান।" ("এই রিওয়াইতে, প্রকৃতপক্ষে, দিব্য-দর্শন বা কাশফী দৃশ্যের বিবরণ ছিল।")

['বুখারী', 'কিতাবুল-উকালা', বাবু ইযা মক্কেলা রাজুলুন ফাতারাকাল্ উকলো শহিয়ান'; ১: ৩১০ পৃঃ]

(ক্রমশঃ)

['হাদিকাতুল সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

এই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি। আমি তাঁহারই (সাঃ) হইয়া গিয়াছি। যাহা কিছু তিনিই (সাঃ), আমি কিছুই না। প্রকৃত মীমাংসা ইহাই ॥ [উদু' দুররে সমীন]

'সকল বরকত হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে। [ইলহাম]

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

রোজার কল্যাণ অতি মহান

"কোরআন শরীফের এই একটি মাত্র পবিত্র আয়াতাংশ হইতেই রমযান মাসের মাহাত্ম্য বুঝা যায়: شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن

(অর্থাৎ—রমযান সেই পবিত্র মাস, যাহার মধ্যে কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছে।—অনুবাদক)

সুফিগণ লিখিয়াছেন যে, এই মাসে আত্মাকে জ্যোতির্ময় করার উত্তম সুযোগ পাওয়া যায়। এই মাসে বহুল পরিমাণে 'কাশফ' (দিব্য-দর্শন) লাভ হইয়া থাকে।

নামায 'তাযকিয়া-নফ্‌স' (আত্ম-শুদ্ধি) সাধন করে এবং রোযাতে 'তাজল্লিয়ে-কল্‌ব' (আত্মার উজ্জলতা) সাধিত হয়। 'তাযকিয়া-নফ্‌স' (আত্ম শুদ্ধি)-এর অর্থ হইল রিপু দমনের শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া এবং তাজাল্লিয়ে-কল্‌ব' (আত্মার উজ্জলতা) সাধিত হওয়ার অর্থ হইল "কাশফ" বা দিব্য দর্শনের দুয়ার উন্মুক্ত হইয়া খোদা-দর্শন লাভ করা। সুতরাং

شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن

(অর্থাৎ, রমযান মাসেই কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছে) পবিত্র আয়াতে ইহারই ইঙ্গিত বহন করে।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, রোজার কল্যাণ অতি মহান। কিন্তু অসুস্থতা ও রোগ-ব্যধি মানুষকে এই নে'মত ও কল্যাণ হইতে বঞ্চিত রাখে। আমার স্মরণ আছে, যৌবনকালে আমি একবার স্বপ্নে দেখিলাম, রোজা রাখা 'আহালে-বাইত' (রসুলুল্লাহ সাঃ-এর পবিত্র পরিবার)-এর সুন্নত। আমার (ইমাম মাহদী) সম্পর্কে হযরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু) বলিয়াছেন: سلمان منا اهل البيت (সালমান আমাদের তথা আহলে বয়েতের শামিল)।

'সালমান'-এর অর্থ দুইটি صلح (সন্ধি বা শান্তি স্থাপন)—অর্থাৎ এই ব্যক্তির হস্তে দুইটি সন্ধি ও শান্তি স্থাপিত হইবে—এক, আভ্যন্তরীণ। ইসলামের ভিতরে বিবাদ নিষ্পত্তি) দ্বিতীয়, ইসলামের বাহিরে (অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদের সংঘাত নিরসন) এবং সে তাহার কাজ নম্রতার সহিত করিবে তরবারির দ্বারা নহে। আমাকে ইহাও বলা হইয়াছে, যে আমি হযরত হুসাইন (আঃ)-এর স্বভাব ও ধারায় আদিষ্ট নই, বরং হযরত হাসানের স্বভাব ও ধারায়

প্রতিষ্ঠিত, যিনি যুদ্ধ পরিহার করিয়াছিলেন। ইহাতে আমি বুঝিলাম যে, রোজার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। সুতরাং আমি তখন ছয় মাস ব্যাপী রোজা রাখিলাম। সেই সময়ে আমি দেখিতে পাই, বিভিন্ন রকম আলোর স্তম্ভ আকাশের দিকে উঠিতেছে। ইহা নিশ্চিত রূপে বলা যায় না যে, সেই সকল আলোক-স্তম্ভ ভূপৃষ্ঠ হইতে আকাশে যাইতেছিল, না আমার 'কলব' (অন্তঃকরণ) হইতে।

কিন্তু এসব সাধনা যৌবন-কালেই সম্ভবপর ছিল। যদি আমি তখন চাইতাম, ক্রমাগত চারি বৎসর রোজা রাখিতে পারিতাম। .... খোদাতায়ালার আহ্‌কাম দুই ভাগে বিভক্ত। এক মালী (আর্থিক) ইবাদত। দ্বিতীয়তঃ কায়িক ইবাদত। মালী ইবাদত তো সেই ব্যক্তির পক্ষে পালন করা সম্ভব হয়, যাহার নিকট মাল আছে এবং যাহার কাছে মাল নাই, সে অপারগ ও ক্ষমার্হ, এবং দৈহিক ইবাদত মানুষ যৌবনকালেই পূর্ণরূপে পালনে সক্ষম হয়। নতুবা ষাট বৎসর যখন পার হইয়া যায়, যখন বিভিন্ন রকম রোগ-ব্যাধি আক্রমণ করিয়া বসে। যেমন চোখ দিয়া পানি ঝড়া ইত্যাদি আরম্ভ হইয়া দৃষ্টি শক্তির ব্যাঘাত ঘটে। কথাটি ঠিক যে, বার্ধক্য শত রোগের বাসা। মানুষ যৌবন কালেই যে সাধনা করিয়া লয়, তাহারই বরকত ও কল্যাণ সে বৃদ্ধকালেও প্রাপ্ত হয় এবং যে ব্যক্তি যৌবনকালে কিছুই করে না, তাহাকে বৃদ্ধকালেও শত শত ধরনের দুঃখ-কষ্ট পোহাইতে হয়। কবির কথায়, শুভ্রকেশ মৃত্যুর সংবাদ বাহক।'

মানুষের কর্তব্য ইহাই, সে যেন যথাসাধ্য খোদাতায়ালার নির্ধারিত ফরজ সমূহ পালন করে। রোজা সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন, وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ অর্থাৎ, যদি তোমরা রোজা রাখিতে পার, তাহা হইলে ইহা তোমাদের জন্য বড়ই কল্যাণজনক।'

(আল-বদর, ১ম খণ্ড, সপ্তম সংখ্যা, পৃঃ ৫২ তাং ১২ই ডিসেম্বর, ১৯০২ইং)

"কেবল অন্তর্ভুক্ত এবং পিপাসার্ত থাকাই রোযার উদ্দেশ্য নহে, বরং ইহার একটি তাৎপর্য এবং প্রভাব আছে যাহা অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝা যায়। মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই ইহা নিহিত আছে যে, মানুষ যত কম খায়, ততই তাহার আত্মশুদ্ধি এবং কাশফী তাকত দিব্য-দর্শন শক্তি সমূহ বৃদ্ধি পায়। খোদার অভিপ্রায় ইহাই যে, একটি খাদ্যকে কম করিয়া অপর একটি খাদ্যকে বর্ধিত করা। রোযাদারকে সর্বদাই ইহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য। খোদা তায়ালার যিকর বা স্মরণের মধ্যেই সময় কাটানো উচিত যেন সংসারের মোহ দূর হয় এবং আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করা যায়। অতএব রোযার উদ্দেশ্য ইহাই যে, মানুষ যেন এক খাদ্য ত্যাগ করিয়া অন্য খাদ্য গ্রহণ করে যাহা আত্মার প্রশান্তির এবং তৃপ্তির কারণ হয়। যে লোক শুধু খোদার জন্যই রোজা রাখে, এবং আচার-অনুষ্ঠানের রোযা রাখে না তাহার উচিত, সে যেন সর্বদা আল্লাহ্‌র হামদ (প্রশংসা) তসবীহ (পবিত্রতা ঘোষণা) এবং তাহলীলের (আল্লাহ্‌র তৌহীদ ঘোষণার) মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখে, যাহাতে তাহার দ্বিতীয় খাদ্যের সৌভাগ্য লাভ হয়।" (আল-হাকাম, ১৭ই জানুয়ারী ১৯০৭ইং)

অনুবাদ :—মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরব্বী

জুমার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[২২শে মার্চ, ১৯৭১ইং তারিখে মসজিদে মোবারক, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

পবিত্র রমযান মাস উহার যাবতীয় কল্যাণ ও বরকত সহ সমাগত। উহার বরকত সমূহ দ্বারা অধিকতর উপকৃত হওয়ার চেষ্টা কর।

খোদাতায়ালা যেরূপে এবং যতটুকু এবাদত ফরয বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন সেইরূপে এবং ততটুকু পালন করা আমাদের জন্য জরুরী। নিজ পক্ষ হইতে ইবাদতে কাঠিন্যের সৃষ্টি করিও না এবং নির্ধারিত ইবাদত হইতে পাশ কাটাইবার উদ্দেশ্যে ওজর খুঁজিও না বরং তাহাই পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত পালন কর যাহা পালন করিতে আল্লাহ্ তায়ালা আদেশ করিয়াছেন।

সুরা ফাতেহার সহিত হুজুর (আইঃ) নিম্নরূপ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন:

و اذا سالك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوالى و ليؤمنوا بى لعلهم يرشدون ٥ (البقرة : ١٨٧)

পবিত্র রমযান মাস উহার সার্বিক কল্যাণ ও বরকতসহ উপস্থিত হইয়াছে। আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে উহার বরকত দ্বারা অধিকতররূপে উপকৃত হওয়ার তওফিক দান করুন।

মানুষের মধ্যে একটি শ্রেণী তো এরূপ সৃষ্টি হইয়া আসিয়াছে, যাহাদের ধারণা এই যে, ফরজ ইবাদত অথবা সেই সকল নফল এবাদত যাহা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুন্নত হইতে প্রমাণিত হয়, তাহা মানুষের রুহানী উন্নতির জন্য যথেষ্ট নয়। সেইজন্য তাহারা নিজেদের নফস হইতে উদ্ভাবন ও রচনা করিয়া অনেকগুলি রিয়াযত বা জপযপ সাব্যস্ত করিয়াছে এবং নিজদিগকে স্ব-রচিত ও স্ব-নির্ধারিত কঠিন কঠিন মুজাহেদা বা সাধনায় ফেলিয়াছে। অথচ প্রকৃত ইসলামের রুহ্ সেগুলিকে মোটেই স্বীকার করিতে পারে না। কেননা যদি আমরা সেগুলিকে স্বীকার করি, তাহা হইলে উহার অর্থ এই দাঁড়াইবে যে, নাউযুবিল্লাহ্ যাহা আমাদের রব জানিতেন না, তাহা ইহারা (উল্লেখিত শ্রেণীর লোকেরা) জানিত। ইহা সুস্পষ্টতই ভুল। নিজের নফস হইতে মুজাহেদা এবং রেয়াযত সাব্যস্ত করা ঠিক (বা বৈধ) নয়। আমাদের রুহানী উন্নতির জন্য এবং আমাদের রুহানী শক্তিগুলির সুস্থতা বজায় রাখার এবং উহাদের পরিপোষণ ও বিকাশের জন্য যাহা কিছু জরুরী ছিল তাহা সবই কুরআন করীমে বিদ্যমান আছে তদপেক্ষা বেশী কোন কিছুরই আমাদের প্রয়োজন নাই। সুতরাং সেই সমস্ত ধ্যান-ধারনা বাতিল এবং ভ্রান্ত, যেগুলির ফলে এমন সব নব নব এবাদত পদ্ধতি (বা রেয়াযত) উদ্ভাবিত বা রচিত হয় এবং মানুষ সেই সকল কঠোর মুজাহেদায় নিক্ষিপ্ত হয়, যেগুলির সন্ধান কুরআন শরীফ হইতে পাওয়া যায় না।

ইহাদেরই মত বা উক্ত শ্রেণীরই অংশ বিশেষ বলা যাইতে পারে যাহারা মনে করে যে তাহারা স্বীয় শক্তিবলে তাহাদের রবকে রাজী করিতে সক্ষম এবং আল্লাহ্‌তায়ালা যে সকল সুযোগ-সুবিধা এবং consession দান করিয়াছেন, তদ্বারা উপকার গ্রহণ করিতে চায় না। যেমন, এইরূপ অসুস্থতা, যাহার মধ্যে রোযা রাখা জায়েয নয়, তাহারা ঐরূপ অসুস্থ অবস্থাতেও রোযা রাখে। অথবা যে বয়সে রোযা জায়েয নয় সে বয়সেও নিজেদের বাচ্চা দিগকে রোযা রাখায়। প্রত্যেক এবাদতের জন্য এক পরিণত (বলুগতের) সময় নির্দ্ধারিত আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ সেই বলুগতের বয়সে পৌঁছায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের উপর সেই এবাদত ফরজ হয় না। কিন্তু এই সকল লোক বলে যে, 'যদিও আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন যে ঐ বয়সে রোযা রাখিও না এবং অন্যের দ্বারাও রাখাইও না তবু আমর তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজেরা অথবা নিজেদের ছোট সন্তান দিগের দ্বারা এমন এবাদত পালন করাইব, যদ্বারা আমরা (নাউযুবিল্লা) আল্লাহ্‌তায়ালাকে জোর পূর্বক রাজী করাইব।' ইহা ভ্রান্ত ধারণা। যে অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা ঔষধ ত্যাগের বা উপাস থাকার ফলে ক্ষতিকারক হয় এবং তাহার মৃত্যুর কারণ ঘটাইতে পারে, সেই ব্যক্তির রোযা রাখা উচিত নয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বার বার বলিয়াছেন যে, 'দ্বীনুল আজায়েস' এখতিয়ার কর (অর্থাৎ বৃদ্ধা মহিলাগণের ন্যায় সরল ভাবে দ্বীনকে আঁকড়াইয়া ধর)। আল্লাহ্ আমাদের বিনয় ও নম্রতায় সন্তুষ্ট হন। আমরা তাঁহাকে আমাদের আমলের দ্বারা খুশী করিতে পারি না। হাদিসে প্রাঞ্জলভাবে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক নামাজ কবুল হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল তাহার সহায় হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার এই এবাদতগুলি কবুল হয় না।

সুতরাং আমরা আমাদের এবাদতের দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালাকে রাজী করিতে পারি না। আমরা সেই এবাদতের দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারি যাহা মকবুল হয়, যাহা তিনি তাঁহার অধম বান্দার তোহফা মনে করিয়া গ্রহণ করেন।

মোট কথা, একদল মনে করিতেছে, এবাদত সমূহ যেরূপে ও যে পদ্ধতিতে এবং যে পরিমাণে আল্লাহ্‌তায়ালা ফরজ করিয়াছেন, অথবা হযরত নবী করীম (সাঃ) তাঁহার পবিত্র সুন্নত দ্বারা সাব্যস্ত করিয়াছেন উহা আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়। যদি আমরা শুধু সেই সকল এবাদতকে যথেষ্ট বলিয়া ক্ষান্ত দেই তাহা হইলে আমাদের রূহানী উন্নতি, আমাদের রূহানী পরিপোষণ ও ক্রমবিকাশ পূর্ণ উন্নতি লাভ করিবে না, অথচ এই সকল ধারনা অবশ্য মিথ্যা।

পক্ষান্তরে আর এক শ্রেণীর লোক মনে করে যে, তাহারা নিজ চালাকীর দ্বারা তাহাদের রবকে খুশী করিতে পারে। যেমন অসুস্থতা এমন নয় যাহাতে রোযা পরিত্যাগ করা যায়, কিন্তু সে এমন ব্যক্তি সে বাহানা-ওজর তালাশ করিয়া বেড়ায়, এবং সে ঐ প্রকার রোগে রোযা পরিত্যাগ করে। এইরূপ ব্যক্তিও নিজ পক্ষ হইতে এক মসলা তৈয়ার করে এবং

মনে করে যে, এতটুকু রোগ রোযা ত্যাগ করার জন্য যথেষ্ট। এ রকম করাও ভুল। মানুষের ওজর-বাহানা তালাশ করার স্বভাব থাকা উচিত না, বরং নিয়ত এবং খায়েশ এই হওয়া উচিত যে, খোদাতায়ালা যেভাবে ও যতখানি এবাদত আমাদের জন্য ফরজ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন অথবা যাহা আমাদের জন্য সুন্নত হিসাবে সাব্যস্ত করা হইয়াছে, আমরা যেন ততখানি এবাদত করি যাহাতে আমাদের খোদা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি ইহা মনে করে যে, ওজর-বাহানা যেমন মানুষের সামনে চলে তেমনি আল্লাহ্‌তায়ালার সামনেও চলিতে পারে, তাহা হইলে সে আহাম্মক এবং জালেমও বটে, কেননা নিজের জানের প্রতিই জুলুম করিতেছে এবং সে খোদাতায়ালাকে চিনে নাই, সে তাঁহার 'এরফান' (তত্ত্বজ্ঞান) হইতে সুদূর পরাহত। সুতরাং ওজর-প্রিয়তার স্বভাব হওয়া উচিত নয়। কোন ব্যক্তি যদি ইহা মনে করে যে, দৈহিক উপভোগ বা দৈহিক স্বাস্থ্যকে (এক প্রকার ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী) আমরা রূহানী সুস্বাদ এবং রূহানী স্বাস্থ্যের বিনিময়ে জলাঞ্জলি দিব, ইহাতেই আমাদের মঙ্গল নিহিত, এরূপ ধারণা পোষণ করা নিতান্ত ভুল, ইহা সম্পূর্ণ নির্বুদ্ধিতা। তেমনিভাবে ইহা মনে করা যে আল্লাহ্‌তায়ালার সামনে ওজর-বাহানা চলিতে পারে তদপেক্ষা নির্বুদ্ধিতার কথা অন্য আর কিছু হইতে পারে।

সুতরাং যাহারা রোযা পরিত্যাগ করার জন্য অজুহাত তালাশ করিয়া থাকে, তাহাদের সেই স্বভাব পরিত্যাগ করা উচিত। তেমনিভাবে যাহারা নিজদিগকে কঠিন কঠিন মুজাহেদায় (স্বরচিত এবাদত পদ্ধতি সমূহে) নিক্ষেপ করে এবং সেই সকল রেয়াযত পালন করে যাহা ইসলাম আমাদের জন্য অনুমোদন করে নাই, তাহাদের উচিত নিজদের উক্তরূপ স্বভাব পরিত্যাগ করা।

এক তৃতীয় শ্রেণীর লোক আছে যাহারা আধুনিক যুগের দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত, তাঁহারা মনে করেন যে, নির্ধারিত এবাদত সমূহে সংশোধণ বা পরিবর্তন হওয়া উচিত। অর্থাৎ নাউযুবিল্লাহ, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন বর্তমান যুগের অবস্থা জানিতেন না, সেই জন্য তিনি যে আইন বানাইয়াছিলেন, পরিবর্ত্তিত জামানায় উহার মধ্যে, তথা তাঁহার প্রবর্তিত এবাদত সমূহের মধ্যে পরিবর্তন করিতে হইবে।

এই ধরণের ভাবধারণার বিদ্যমানতার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে তথাকথিত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ হয় না বরং প্রমাণ হয় ঐ সকল লোকের আধ্যাত্মিক দৃষ্টির শূন্যতা ও বঞ্চনা। যে স্তর সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ উহার সম্পর্কে তাহারা সংশোধনী প্রস্তাবের নাম দিয়া দাবী পেশ করেন। ইহা বিভ্রান্তি। 'আল্লামুল গুইউব' - সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াবলী সম্বন্ধে সম্যক বিদিত আল্লাহ্‌তায়ালা দৈহিক ও আধ্যাত্মিক পরিপোষণ ও ক্রমবিকাশের উদ্দেশ্যে কতক ইবাদত আমাদের উপর ফরজ করিয়াছেন। সুতরাং সেই ইবাদত সমূহ নিশ্চয় আমাদের দেহের জন্যও এবং আমাদের আত্মার জন্যও উত্তম। ক্রমাগত বৎসরের পর বৎসর রোযা রাখাও জায়েয নয় এবং রমজান মাসে জায়েয ওজর ব্যতিরেকে রোযা পরিত্যাগ করাও ঠিক নয় এবং তেমনিভাবে কোনও প্রকার সংশোধন বা পরিবর্তনেরও প্রয়োজন নাই। আমাদের উচিত

দ্বীনুল আজায়েব অবলম্বন করা—খোদাতায়ালা যাহা করিতে আদেশ করিয়াছেন তাহা আমরা পালন করিব। যাহা তিনি পছন্দ করেন, উহাতেই আমারাও সন্তুষ্ট থাকিব। রোযা পরিত্যাগ করার জন্য বাহানা তালাশ করিব না। তেমনিভাবে যখন রোযা ছাড়ার আদেশ হয়, তখন আমরা এই অলীক ধারনার বশবর্ত্তী হইব না যে, আমরা আমাদের নিজস্ব এবাদত সাধনা বা মুজাহেদার বলে আমাদের রব আল্লাহ্তায়ালাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব। আমরা এইভাবে সন্তুষ্ট করিতে পারিব না। বস্তুতঃ যে এবাদত কবুল হইবে, যে তোহফা গৃহীত হইবে, উহাতে ফলোদয় হইবে। উহার ফলে আমরা তাঁহার সন্তোষ ভাজন হইব। ইহা ছাড়া তো (নিজস্ব এবাদতের জোরে) 'রেযায়ে-এলাহী' করা যায় না।

রমযানের এবাদত শুধু ভুকা থাকার নাম নয়। হাদিসে ইহার সম্বন্ধে সুবিস্তারিত ভাবে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। আমিও বিগত কয়েক বৎসর আমার কতক খোৎবায় সবিস্তারের বর্ণনা করিয়াছিলাম যে, রোযার অর্থ শুধু ভুকা থাকা নয় বরং রমযানের এবাদত প্রকৃতপক্ষে অনেক গুলি এবাদতের সমষ্টির নাম। ইহার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ও প্রধান বিষয় যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি তাহা হইল, দৈহিক প্রয়োজন সমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আল্লাহ্তায়ালার দিকে মনোনিবেশ করা। আমাদের খাওয়া দাওয়ার ঝামেলাও চব্বিশ ঘন্টার বেশ কিছু অংশ লইয়া যায়। কিন্তু যদি সঠিকরূপে রোযার অনুশীলন করা হয় এবং আমি ইহা এজন্য বলিতেছি যে কতক লোক তো রমজানের মধ্যে বোধ হয় মোটা হইয়া যায় সকাল সন্ধ্যায় তাঁহারা খুব পরোটা ইত্যাদি খান এবং ইহা মনে করিয়া যে তাঁহারা যেন দুর্বল না হইয়া যান, সাধারণ অবস্থায় যে খাদ্য গ্রহণ করিতেন তাহার চাইতে বেশী রমজানে খাইতে আরম্ভ করেন ; তাহাদের এই পন্থাও ঠিক নয়, কিন্তু যাহারা রমজানের উদ্দেশ্য ও প্রাণবস্তু (রূহ) উপলব্ধি করে এবং তদনুযায়ী দৈহিক প্রয়োজন সমূহ পশ্চাতে ফেলিয়া রূহানী প্রয়োজনর সমূহের দিকে মনোনিবেশ করে ও নিজেদের রূহানী শক্তিগুলির সতেজ করণের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয়, তাহারা উহার ফলে একটি এসলাহ 'আত্মার উজ্জলতা (বা তনভীরে কল্‌ব) হাসিল করে যাহার অর্থ ইহাই যে, আত্মিক শক্তিগুলি সতেজ হইয়া উঠে। সুতরাং যে আয়াতটি রমজান প্রসঙ্গে আমি শুরুতে পাঠ করিয়াছি, আল্লাহ্তায়ালা সেই জন্যই উহাতে বলিয়াছেন যে, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي

অর্থাৎ আধ্যাত্মিক শক্তি সতেজ হওয়ার পর মানুষের মধ্যে প্রথম প্রশ্ন এই জাগে যে, যেহেতু ধর্মের দাবী এই যে, ধর্মীয় হুকুম-আহকাম পালনে আল্লাহর সহিত মানুষের এক দৃঢ় ও জীবন্ত সম্পর্কের সৃষ্টি হয় সেইহেতু রমজানের এবাদতের ফলে মানবীয় বিবেক বুদ্ধি বলিয়া উঠে যে 'রবকে কি ভাবে লাভ করা যাইতে পারে ?' প্রত্যুত্তরে আল্লাহ্তায়ালা বলেন যে যখন তোমার রূহানী শক্তি উদ্দীপিত হইবে, তখন তুমি দেখিতে পাইবে যে আমি তোমার একেবারে নিকটেই আছি। কিন্তু যে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক শক্তিগুলির পরিপোষণ ও বিকাশ সাধিত হয় নাই সে ব্যধিগ্রস্ত বা সে সুস্থ নয়। তাহার আত্মা বা রূহ অন্য দিকে মনোযোগী, ঐরূপ

ব্যক্তি কিছুই দেখিতে পায় না। কিন্তু যে দেখিতে পায়, অন্য কথায় যে আল্লাহ্‌তায়ালার এরফান ও মারফেত (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করে, সে তো তাহার রবকে তাহার এত নিকটে অনুভব করে যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার চাইতে অধিক নিকটতর আর কাহাকেও সে অনুভব করে না তখন সে প্রত্যক্ষ করিতে থাকে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতিপালন ক্রিয়া (রুবুবিয়ত) ব্যতিরকে সে জীবিত থাকিতে পারে না, সুস্থভাবে জীবিত থাকিতে পারে না, তাহার শক্তি নিচয়ের পরিপোষণ ও ক্রমবিকাশ সংঘটিত হইতে পারে না। রবের রুবুবিয়তের স্বতঃই তাহার প্রয়োজন। উক্ত রুবুবিয়ত বা সার্বিক প্রতিপালনে জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা অনেকগুলি সেফাতের জ্যোতির্বিকাশ ঘটিয়া থাকে যেমন তিনি حی (হাই) বা চিরজীবিত ও অন্যকে জীবন দানকারী, এবং তিনি قیوم (কাইউম) বা স্বয়ং চির অধিষ্ঠিত এবং অন্যকেও অধিষ্ঠান ও সংরক্ষণ দানকারী।). কোন কিছু নিজে অস্তিত্ব গ্রহণ করিতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদাতায়ালা চাহেন।

সুতরাং ঐরূপ ব্যক্তিই ইহা প্রত্যক্ষ করে যে, জীবনের উৎস এবং স্থিতি লাভের মূল উপায় হইল আল্লাহ্‌তায়ালার সত্তা। সেই বান্দা তাহার নিশ্বাসকে তাহার জীবনের নিশ্বাস বলিয়া ভাবে না বরং সে ইহা অবলোকন করিতে থাকে যে, তাহার সেই নিশ্বাসই বস্তুতঃ তাহার জীবনের নিশ্বাস যাহার সম্বন্ধে খোদাতায়ালা চাহেন যে, উহা তাহার জীবনের নিশ্বাস হউক। সে ইহাও উপলব্ধি করিতে থাকে যে, খাদ্য আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছা এবং তাঁহার হুকুম ছাড়া আমাদের দেহে সুস্থতা ও সজীবতা এবং শক্তি আনায়ন করিতে পারে না, যতক্ষণ আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ বলবৎ হয়। তাহার সম্মুখে নিত্য-নৈমিত্তিক এ দৃশ্যাবলী আসিতে থাকে যে, খাদ্যই কাহারও মৃত্যুর কারণ হইয়াছে; অথবা পানি—যাহাকে আবেহাইয়াত (অমৃত সুধা) বলা হয় অর্থাৎ আমাদের জন্যই উহা জীবনের পানি এবং ভাত-রুটি হইতেও অধিক প্রয়োজনীয়, সেই পানিও কোন কোন ব্যক্তির প্রাণনাশের কারণ হইয়া যায়। ডাক্তারগণ জানেন যে, কোন কোন সময় মানুষ পানি খাইয়া তাহার এমন শূলবেদনার সৃষ্টি হয় যে ইহাই তাহার প্রাণনাশক সাব্যস্ত হয়।

মোট কথা আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন যে, পবিত্র রমজানের এবাদত একান্তভাবে এরূপ বৈশিষ্টপূর্ণ যাহা রুহানী শক্তিগুলিতে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে, 'তনভীরে কল্‌ব' বা অন্তকরণে উজ্জ্বলতা সাধন করে, যাহার পর মানুষের মনে এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, তাহার রবকে সে কিভাবে পাইতে পারে? অর্থাৎ উক্ত ধারনার তখনই তাহার মনে উদয় হইবে, যখন সে সঠিক দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে। সেই অবস্থায় আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন যে, "আমি তোমার নিকটেই আছি।" তুমি কি আমার কুদরত সমূহ প্রত্যক্ষ কর না? আমি তোমার সকল প্রয়োজন পূর্ণ করি। তোমার নিশ্বাস লওয়া, তোমার দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া, সবই আমার হুকুম ও আমার অনুমতি ক্রমেই কায়েম আছে। তোমাদের আমাকে প্রয়োজন আছে। তোমাদের চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা ও কর্ণ এবং হৃদপিণ্ডের সঠিক স্পন্দন সবই আমার আদেশের সহিত বাঁধা।

সুতরাং রমজান মাস এবং উহার এবাদত সমূহে মানুষের জন্য একটি ফায়দা এই যে, তাহার রুহানী শক্তিসমূহ সতেজ হয় এবং তাহার রবের জন্য তাহার এক অন্বেষার সৃষ্টি হয়। ইহা মানুষের জন্য অত্যন্ত জরুরী যে, সে যেন তাহার রবের গুণাবলির মা'রেফত (বা তত্ত্বজ্ঞান) হাসিল করার চেষ্টা করিতে থাকে, এমন কি ইহা যেন তাহার জ্ঞানগোচর হয় এবং সে যেন উপলব্ধি করে যে তাহার রব তাহার কত নিকটে। তিনি দূরে নহেন যে, আমরা তাঁহা হইতে পলায়ন করিতে পারি। তিনি দূরে নহেন যে, আমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া জীবন যাপন করিতে পারি। তিনি দূরে নহেন যে, তাঁহার দৃষ্টি ও মনোযোগ ব্যতিরেকে আমরা আমাদের প্রয়োজন সমূহ পূরণ করিতে পারি। সুতরাং মানুষকে বুঝিয়া লওয়া উচিত যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার একান্ত নিকটে আছেন। এমন কি অঙ্গুলী হেলনের জন্যও আমরা তাঁহার মুখাপেক্ষী। আপনাদের মধ্যে অনেককেই নড়া-চড়া করিতে আমি দেখিতে পাইতেছি—কাহারো মাথা, কাহারো চোখ এবং কাহারো পাগড়ীর ঝাপ্পা নড়িতেছে। এই নড়া-চড়ার জন্যও আমাদের রব আল্লাহ্‌তায়ালার আবশ্যকতা রহিয়াছে। অন্যথায় যদি তাঁহার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে এ সমস্ত জীবনের স্পন্দন ও চিহ্নাবলী তিরোহিত হইয়া যায়। সুতরাং তিনি বলিয়াছেন যখনই তোমরা আমাকে সনাক্ত করিতে ও চিনিতে শুরু কর, তখনই তোমাদের উচিত দোওয়ার দিকে রত হওয়া। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌তায়ালার সেফাতের মা'রেফত ব্যতিরেকে প্রকৃত দোওয়া সম্ভবই নয়। উহা দোওয়া তো হয় বটে, যাহার সম্বন্ধে হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন :
از دعا کن چاره آزار انکار دعا (অর্থাৎ "দোওয়ার দ্বারাই দোওয়ার অস্বীকারের প্রতিকার বা চিকিৎসা কর।" এক দোওয়া ত ইচ্ছা পূর্বক ক্রন্দন প্রসূত দোওয়া, ইহা হইল সূচনা কিন্তু আর এক সেই দোওয়া, যাহাতে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ব্যাকুল হইয়া খোদাতায়ালার চরণে প্রণত হয়, এবং বলে, আমাকে এই দান কর। সেই দোওয়া তো এলাহী সেফাতের মা'রেফত লাভের পরই হইতে পারে। অর্থাৎ উহা তখনই হইতে পারে, যখন মানুষ ইহার সন্ধান পায় (বা ইহা উপলব্ধি করে) যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষের মাতা-পিতার চাইতেও নিকটে ; মৌসুম বা আবহাওয়ার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার হেফাজতের দিক হইতে তাহার নিজের গৃহ হইতেও নিকটে ; আরও অন্যান্য প্রয়োজন এবং শোভা ও সজ্জার দিক হইতে তাহার পোষাক-পরিচ্ছদ হইতেও নিকটে ; রক্ত সঞ্চলনের দিক হইতে জীবন-শিরা হইতেও বেশী নিকটে। কেননা إِنِّي قَرِيبٌ (আমি নিকটে)-এর অর্থ ইহা নয় যে, কতক দিক হইতে নিকটে এবং কতক দিক হইতে তিনি দূরে বরং যাহারা তাঁহার মা'রেফাত রাখে এবং তাঁহার সেফাতকে চিনে ও জানে, তাহারা সুনিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে বলিতে পারে এবং প্রমাণ করিতে পারে যে প্রত্যেক এবং সকল দিক হইতেই আল্লাহ্‌তায়ালা অন্য সব কিছু হইতে বেশী নিকটে। সুতরাং তিনি বলিয়াছেন যে, সেফাতের সন্ধান পাইলেই তোমরা দোওয়ার দিকে ধাবিত হইবে ও উহাতে আত্মনিয়োগ করিবে।

অতঃপর বলিয়াছেন : أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ যে ব্যক্তি আমাকে

চিনে, আমার জাত ও সেফাত উপলব্ধি করে, তাহার দোওয়া কবুলিয়তের দরজা লাভ করে। তিনি বলিতেছেন : اُجِيبُ (উজিবু) অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাকে তাহার নিকটে দেখে, আমি তাহার দোওয়া কবুল করি। কিন্তু এতদসঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির দোওয়া কবুল হয় না। একমাত্র সেই মা'রেফত বা ঐশী তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই কবুল হয় যাহার সম্বন্ধে শুরুতে ইঙ্গিৎ দেওয়া হইয়াছে যাহা আয়াতের শেষেও উল্লেখিত আছে। যেমন আল্লাহ্ বলিয়াছেন : فَلْيَسْتَجِيبُوا আমার আদেশ-নির্দেশ সমূহ পালন কর। নিজ পক্ষ হইতে স্বরচিত এবাদতের কঠোর পন্থাও অবলম্বন করিও না, তেমনি আমার নির্ধারিত ও ফরজকৃত এবাদত হইতে আত্মরক্ষা বা পাশ কাটাইবার উদ্দেশ্যে ওজর-বাহানাও আন্বেষণ করিও না। তেমনি ভাবে যে সুযোগ ও সুবিধা আমি দান করি, কৃতজ্ঞতা ভরে উহা গ্রহণ কর। যে আদেশ আমি দান করি, উহা সাদরে গ্রহণ কর। যে এবাদত করিতে আমি তোমাদিগকে বলি, তাহা সযত্নে পালন কর এবং যাহা করিতে আমি নিষেধ করি তাহা হইতে তোমরা বিরত থাক। তিনি বলিয়াছেন : ফালইয়াসতাজিবু'—অর্থাৎ যখন তোমরা আমার আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী জীবন যাপন করিবে, এবং শরীয়তের পাবন্দী করিবে তখন তোমাদের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক পরিপোষণ ও বিকাশ পূর্ণত্ব লাভ করিবে। উহাতে এই ফলোদয়ও হইবে যে, তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত জীবনের সঠিক পথে সফলতার অধিকারী হইবে, তোমাদের পরিণাম শুভ হইবে। আল্লাহ্তায়ালা আমাদের সকলের আঞ্জাম বাখায়ের করুন, আমাদিগকে তাঁহার অনন্ত রহমত-রাশীতে আচ্ছাদিত করুন, এবং রমজানের অগণিত বরাকাত ও আশিষে ভূষিত করিয়া অধিকতর কল্যাণ লাভের তওফিক দান করুন। আল্লাহুম্মা আমিন।

['দৈনিক আল-ফজল' হইতে অনুদিত]

অনুবাদ :- আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী

শোক সংবাদ

গত ২৫শে জুন, '৮১ রোজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় ঢাকা নিবাসী জনাব আবদুল্লাহ সাহেবের কন্যা ও ঘাটুরা নিবাসী জনাব ছলিম আহমদ হাজারী সাহেবের স্ত্রী জনাবা ছালমা ছলিম হাজারী দীর্ঘ দিন রোগ ভোগের পর ঢাকার হলি ফ্যামেলী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে ... রাজেউন) মৃত্যুকালে তিনি স্বামী এবং ২ বৎসর চার মাস বয়সের এক পুত্র সন্তান রেখে গেছেন। রাত ২ ঘটিকায় মীরপুরের কবরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযার নামাজ পড়ান সদর মুরুব্বী মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের সকলকে ধৈর্য্য ধারণ করার তৌফিক দান করার ও তাঁর রুহের মাগফেরাতের জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাস দোয়ার আবেদন জানানো যাচ্ছে।

জামাতের নামে দোওয়ার বিশেষ তাহরীক

* জুন মাসের বাকী দিনগুলিতে জামাতের পেরেশানী দূর হওয়ার জন্য অধিক পরিমাণে দোওয়া করুন।''
* মুমেনদের জীবনে সাময়িক ভাবে এইরূপ অবস্থাবলী আসিতে থাকে।''
* দোওয়া করুন, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন পূর্বের ন্যায় এবারও আমাদের সাহায্যে আগাইয়া আসেন।'

৫ই জুন '৮১, ইসলামাবাদ আহমদীয়া মসজিদে সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জুময়ার খোৎবা প্রদান করিতে গিয়া জামাতকে এক বিশেষ দো'য়ার আহ্বান জানান। হুজুর (আইঃ) বলেন:

"মানব জীবনে উতরাইও ছড়াইয়া আসিতে থাকে, ইহা জীবনের রীতি। সুখ ও সংকটের কথাও কোরআন করীমে উল্লিখিত আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলিতে চাই যে, জুন মাসের যে কয়টি দিন বাকী আছে, সেগুলিতে খাসভাবে অধিক পরিমাণে দোওয়া করুন যেন আল্লাহ্‌তায়ালা জামাতের পেরেশানী দূর করেন এবং আমাদের জামাতী জীবনে ৯২ বৎসর যাবত যেরূপ সর্বদা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, সেরূপেই তিনি যেন আমাদের সাহায্যে আগাইয়া আসেন। কেননা যখন দুনিয়ার সকল দ্বার বান্দার জন্য রুদ্ধ হইয়া যায়, তখন একটি মাত্র দ্বারই এরূপ থাকে, যাহার সম্বন্ধে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, উহা বান্দার জন্য রুদ্ধ হয় না। উহা হইল আল্লাহ্‌তায়ালার দ্বার। উহাতে আঘাত হানুন, সকল পেরেশানী দূরীভূত হইয়া যাইবে, ইনশাআল্লাহ। এইগুলি সাময়িক আবর্তন যাহা মুমেন এবং প্রকৃত মুসলমানের জীবনে আসিয়া থাকে। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন, 'আমি তোমাদের পরীক্ষা লইবো।' এই সকল সংকট-আবর্তন আসিবে কিন্তু চিরস্থায়ী ও সত্যিকার সুখ ও আনন্দ ইহকালীন জীবনেও মুমেনগণ ব্যতীত অন্য কেহ লাভ করিতে পারে না।'

হুজুর বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন স্বীয় ফজল ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেন, আমাদের দুর্বলতা সমূহ তাঁহার মাগফিরাতের চাদরে ঢাকিয়া দেন এবং যাহা লাভ করার আমাদের যোগ্যতা নাই, সে দানেও যেন তিনি আমাদিগকে ভূষিত করেন। (আমিন)''

('দৈনিক 'আল ফজল, ১১ই জুন, ১৯৮১ইং)

আমরা হুজুরের উক্ত এলান বিলম্বে পাইয়াছি। সেইজন্য আমরা নির্ধারিত পূর্ণ সময় দোওয়া করিতে পারি নাই। অদ্য জুন মাস শেষ হইতেছে। সুতরাং হুজুরের উক্ত দোওয়ার তাহ্‌রীক পালন পবিত্র রমজান মাসেও জারী রাখিবেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের হাফেজ, ও নাসের হউন। (আমিন) ওয়াস সালাম।

খাকসার,

মোহাম্মাদ

আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার

তালিমী পরীক্ষার এলান

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সকল মেম্বারের তালিমী পরীক্ষার জামাত সমূহের প্রেসিডেন্ট সাহেবানের তত্ত্বাবধানে আগামী ২৮শে আগষ্ট ১৯৮১ ইং রোজ শুক্রবার জুময়ার নামাযের পর নিম্নোক্ত কর্ম-সূচী অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইবে ঃ—

গ্রুপ	বিষয়	অংশগ্রহণকারী
গ্রুপ "ক"	১। হযরত মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রণীত "তাজাল্লিয়াতে এলাহিয়া" (ঐশী বিকাশ) = ৬০ নম্বর। ২। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) প্রণীত "আহমদ চরিত" = ৪০ নম্বর।	সকল আনসার, লাজনা এমা-উল্লা এবং খোদ্দাম।
গ্রুপ "খ"	১। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রণীত "তবলীগে হক" (হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আহ্বান) = ৬০ নম্বর ২। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) প্রণীত "আহমদ চরিত" = ৪০ নম্বর।	সকল আতফাল ও নাসেরাত।

সকল জামাতের প্রেসিডেন্ট এবং তালিম সেক্রেটারী সাহেবানকে উপরিলিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য যথাযথভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

খাকসার—
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান
সেক্রেটারী, তালিম
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

তাং ৯-৬-৮১

লাজেমী চাঁদা সম্পর্কে

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বাংলাদেশের সকল জামাতের সকল সদস্য/সদস্যার অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, ১৯৮০-৮১ইং আর্থিক বৎসর আগামী ৩০শে জুন ১৯৮১ ইং তারিখে শেষ হইবে ইনশাআল্লাহ্। সেই মোতাবেক বিগত ১৮ই মে, ১৯৮১ইং তারিখে প্রত্যেক জামাতের ১৪।৫।৮১ পর্যন্ত চাঁদা আদায় সম্বলিত তফশীল প্রত্যেক জামাতের আমীর। প্রেসিডেন্ট সাহেবানের নামে অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ-পত্র পাঠানো হইয়াছে।

এই সম্পর্কে বিগত ১৫ই জুন, ১৯৮১ইং তারিখে পাক্ষিক আহমদীতে মোহতারম জনাব আমীর সাহেব কর্তৃক বর্ধিত সময় মোতাবেক আগামী ১০ই জুলাই ১৯৮১ তারিখের মধ্যে প্রত্যেক জামাত ও সদস্য গণকে তাহাদের নিজ নিজ ও জামাতের বাজেট মোতাবেক চাঁদা উসুল করিয়া অনতিবিলম্বে অত্র দপ্তরে প্রেরণের জন্য সবিনয় অনুরোধ করা যাইতেছে।

আল্লাহ্তায়ালা সকলের হাফেজ ও নাসের হউন। ওয়াস সালাম

খাকসার

এ, কে, রেজাউল করিম

সেক্রেটারী ফাইনান্স,

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া।

শুভ বিবাহ

তেজগাঁও নিবাসী জনাব গোলাম আহমদ সাহেবের প্রথমা কন্যা মোসাম্মৎ রওশন আরা বেগম [বি, এ, (অনার্স) এম, এ শেষ পর্ব]-এর সহিত তারুয়া (কুমিল্লা) নিবাসী জনাব মাজু মিয়াজী সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র মোঃ আখতার হুসেন, এম, এস-সি (ষ্ট্যাটিষ্টিক্স)-এর বিবাহ ত্রিশ হাজার টাকা দেন-মোহর ধার্যে বিগত ২৬শে জুন ১৯৮১ ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুময়া ঢাকা আহ্মদীয়া মসজিদে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান মৌঃ আবদুল আজিজ ছাদেক সাহেব।

উক্ত বিবাহ শুভ ও বাবরকত হওয়ার জন্য ভ্রাতা ও ভগ্নীদের নিকট দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

হযরত মসীহে মওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আঃ) প্রণীত পুস্তক 'জরুরতুল ইমাম'-এর বঙ্গানুবাদ তৃতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ ইং প্রকাশিত হয়। উহাতে মুদ্রণ জনিত ভুল বশতঃ মোহ্তারম মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেবের পরিবর্তে ভূমিকা লেখক মরহুম জনাব আবদুল হাকিজ সাহেবের নাম অনুবাদক হিসাবে ছাপা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত সংস্করণে প্রকাশিত 'প্রথম সংস্করণের ভূমিকা' এর ছয়ের পাতায় স্বয়ং মরহুম জনাব আবদুল হাকিজ সাহেব লিখিয়াছেন যে, উক্ত পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছেন মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব। সেজন্য লেবেল দ্বারা উক্ত ভুলের সংশোধন করা হইয়াছিল কিন্তু কোন কপিতে যদি উক্ত সংশোধিত লেবেল বাদ পরিয়া থাকে, তাহা হইলে পাঠক-পাঠিকাকে হাতে লিখিয়া সংশোধন করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে অথবা ছাপা লেবেল এখান হইতে সংগ্রহ করিতে পারেন।

—প্রকাশক

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার উদ্দেশ্যে সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আই:) জমায়াতের সামনে দোয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল :

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৯৮৯ইং পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহাস্পতিবারের কোন একদিন জামাতের সকলে নফল রোযা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাজের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামাজ পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোওয়া করুন।

(৩) কমপক্ষে সাতবার সুরা ফাতিহা পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুমা সল্লি আলা মুহাম্মদিউঁ ওয়া আলে মুহাম্মদ" অর্থাৎ, আল্লাহ্ পবিত্র ও নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ্, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি জামাবিউঁ ওয়া আতাবু ইলাইহি" অর্থাৎ আমি আমার রব আল্লাহ্র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩বার

(গ) 'রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, হে আমাদের রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবেলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর। —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুমা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবেলায় রাখিতেছি (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্যনির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী। —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু ইয়া আজিজু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্ফাজনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহমনা" অর্থাৎ, "হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমাশীল হে বন্ধু, হে রব, প্রত্যেক জিনিস তোমার অনুগত, সেবক ; সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ -এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমুহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমুহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পুর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফের নাল মুফতারিদীন

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjumane-- Ahmadiyya
4. Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwor